সংবাদ

তারিখ ... 13 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ঢাকা : সোমবার ৩০ চৈত্র ১৪১৫
Dhaka : Monday 13th April 2009

সম্পাদকীয়

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন ভর্তি পদ্ধতি চালু করুন

ভর্তি বাণিজ্যসহ রাজনৈতিক প্রভাব ও তদবির দূর করার জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার অভিন্ন ভর্তি পদ্ধতি প্রবর্তনের চিন্তা করছে বলে আমাদের এক সহযোগী দৈনিক জানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতিকে মডেল বিবেচনা করা হতে পারে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম ঠিক করা হয়। খাতা দেখায় অনিয়ম এড়ানোর জন্য রচনামূলক প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক (মাল্টিপল চয়েস) প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কর্মকর্তাদের এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় ভর্তির ব্যাপারে নানা অনিয়মের ঘটনা ঘটায় সরকার ভর্তি কাঠামো পরিবর্তনের চিন্তা করছে। ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'কায়েমি স্বার্থ' স্বভাবতই নতুন কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। বিভাগীয় শহরগুলোতেও ভর্তি-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। রাজধানীর বাইরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি কলেজগুলোতেও এক ধরনের কোটা পদ্ধতিতে ভর্তি চলছে। তেমনি আবাসিক হলে সিট বরাদ্দও চলছে কোটা পদ্ধতিতে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উঠে যাওয়ার পর যখন সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাবে তখন ভর্তিযুদ্ধ আরও প্রকট হতে পারে। ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন ভর্তি পদ্ধতি চালু করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে ভাল হতো যদি এক ধরনের জয়েন্ট এডমিশন বোর্ডের অধীনে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) এ ব্যাপারে অনেকদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা করেছে। কিন্তু এত বড় আয়োজন করার সাহস তাদের হয়নি। নীতিগতভাবে অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে জয়েন্ট এডমিশন বোর্ডের ধারণাটি বাদ দিলে চলবে না। মেডিকেল ও কারিগরি শিক্ষা একই ভর্তি পরীক্ষার অধীনে আনাও সম্ভব। বর্তমানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একাধিক ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে মেধা ও অর্থের অপচয় করতে হয়।

অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা শুধু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করলে চলবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে ভর্তি পদ্ধতির জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি অর্থ সহায়তায় চালু করা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও এমপিদের ভর্তি-বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। রাজধানীতে দেখা গেল প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির জন্য স্থানীয় এমপিরা তালিকা পাঠাচ্ছেন। স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে এমপিদের কর্তৃত্বের ফলে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও এমপিদের তালিকা মেনে চলা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ছাত্রলীগ রাজধানীর ইডেন কলেজে নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করলে একজন শিক্ষককে বদলি করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের সঙ্গে নাকি সমঝোতায় আসে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় এমপি একাধিকবার তালিকা পাঠান। ওটা নাকি ছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। রাজধানীতে দেখা গেছে কোন কোন নাম করা বিদ্যালয়ে ভর্তি-বাণিজ্য বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা হাতবদল হয়েছে। শিক্ষার সর্বস্তরে ভর্তি-বাণিজ্য এবং দুর্নীতি বন্ধ না করলে মেধার প্রতি চরম অবিচার করা হবে। অভিন্ন ভর্তি পদ্ধতি শিক্ষার সব পর্যায়ে চালু করাটা সহজ হবে না। কিন্তু করতে পারলে অনেক ধরনের অপচয় বন্ধ হবে।